চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৩.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বৃক্ষমেলা-২০২৫-এর উদ্বোধনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
১০ লাখ গাছ লাগিয়ে গ্রীন চট্টগ্রাম গড়বো

নগরীর লালদিঘী মাঠে ৭ (সাত) দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত বৃক্ষমেলা-২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার আয়োজিত এ মেলায় ৬১ টি স্টলে মিলছে রঙ-বেরঙের গাছ। মেলার পর্দা নামবে ১৯ আগষ্ট। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন পরিবেশ রক্ষায় ১০ লাখ গাছ লাগানোর কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মেলায় আগত শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়র বলেন, “গাছ আমাদের পরম বন্ধু। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন দিয়ে ও কার্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ করে গাছ আমাদের বেঁচে থাকার পথ সুগম করে। ইসলামিক

দৃষ্টিকোণ থেকেও বৃক্ষরোপণ একটি সওয়াবের কাজ—যতদিন গাছ বেঁচে থাকবে, ততদিন আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।” তিনি শিক্ষার্থীদের গাছ লাগানো ও পরিচর্যার গুরুত্ব বোঝান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান।মেয়র স্মৃতিচারণ করে বলেন, একসময় বাংলাদেশ ছিল বনভূমি ও সবুজ গাছে ভরপুর। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত দখল, পাহাড় উজাড় ও বন ধ্বংসের কারণে সবুজ আচ্ছাদন কমে গেছে। তাই সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃক্ষরোপণে অংশ নিতে হবে। তিনি শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগর পরিবেশ তৈরিতে সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর জোর দেন।শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, “ময়লা জানালা বা রাস্তার বাইরে ফেলার পরিবর্তে ঝুড়িতে ফেলতে হবে, এতে নালা ভরাট হবে না এবং পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ও সকালে দাঁত ব্রাশ করা, সকালের নাস্তা খাওয়া শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক। শিক্ষার্থীরা সততার সঙ্গে কাজ করতে এবং বিপদে থাকা বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে শিখবে। চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, নগর পরিকল্পনাবিদ আবদুল্লাহ আল ওমরসহ চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানবৃন্দএবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

চট্টগ্রামকে অবৈধ ব্যানার ও পোস্টার মুক্ত করার ঘোষণা মেয়রের

নগরীর সৌন্দর্য রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে চকবাজার এলাকায় অবৈধ ব্যানার ও পোস্টার অপসারণ কার্যক্রমে অংশ নেন এবং ঘোষণা দেন—চট্টগ্রামকে অবৈধ ব্যানার ও পোস্টার মুক্ত করা হবে।মেয়র বলেন, “যত্রতত্র ব্যানার-পোস্টার লাগানো নগরের সৌন্দর্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমি আমার দলের নেতাকর্মীদেরও অনুরোধ করেছি এসব লাগানো থেকে বিরত থাকতে। এমনকি আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও নির্দেশ দিয়েছেন—শহরের সৌন্দর্য রক্ষায় যত্রতত্র ব্যানার লাগানো থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে।”তিনি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে “ইতিবাচক ও অনুকরণীয়” বলে উল্লেখ করে বলেন, “শহর আমাদের, পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও আমাদের সবার।” তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত ডিজিটাল বিলবোর্ডের মাধ্যমেই দেওয়া যাবে। কাপড় বা প্লাস্টিকের সাইনবোর্ড আর অনুমোদিত হবে না এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়র বলেন, “রাজনৈতিক বিভাজন নয়, ঐক্যের মাধ্যমে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে চাই।” এ সময় তিনি নগরের রাস্তাঘাট ও ব্রিজগুলো ভারী যানবাহনের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।এই অভিযানে চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন চসিকের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দও।

চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১ টি খেলার মাঠ গড়ার ঘোষণা মেয়র ডা. শাহাদাতের

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ঘোষণা দিয়েছেন, নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১টি খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক গড়ে তোলা হবে। বুধবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার) নতুন খেলার মাঠ উদ্বোধনকালে তিনি এ ঘোষণা দেন। মাঠটি সংস্কার করে দিয়েছেন সমাজসেবক মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন।

এসময় মেয়র বলেন, “একটি শহর শুধু সড়ক, ভবন ও বাজার দিয়ে গড়ে ওঠে না; শহরকে প্রাণবন্ত করে তার মানুষ, বিশেষ করে শিশু-কিশোর প্রজন্ম। তাই আমি চাই প্রতিটি ওয়ার্ডে এমন খেলার মাঠ থাকুক, যেখানে শিশুরা মুক্তভাবে দৌড়াতে পারবে, খেলতে পারবে, হাসতে পারবে। খেলাধুলা শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায়, দলবদ্ধভাবে কাজ শেখায় এবং নৈতিকতা গড়ে তোলে। নগরের সব শিশু যেন সমানভাবে খেলাধুলার সুযোগ পায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।”তিনি আরও বলেন, “শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, সততা ও সহমর্মিতার মতো গুণাবলি অর্জন করে। পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা চাই, শিক্ষা ও খেলাধুলা একসঙ্গে এগিয়ে যাক।”পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়র বলেন, “শিশুরা যদি ছোটবেলা থেকেই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে তারা বড় হয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হবে। খেলাধুলা, স্বাস্থ্যকর খাবার ও নিয়মিত পড়াশোনা—এই তিনটি বিষয়ই তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করবে।”এ সময় মেয়র শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, খেলাধুলা শুধু শারীরিক সুস্থতাই নয়, মানসিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলায় শিশুদের আগ্রহী করতে হবে।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের লেকচারার ডা. মোহাম্মদ ঈসা চৌধুরী সঞ্চালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাহীনা আরা বেগম, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী ও

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮